বারগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,
পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌

বারগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,
পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্

OFFICE OF THE PRODHAN

BAROGHARIA GRAM PANCHAYAT

Smt. Swapna Mandal
Prodhan
Cell-9832679868

Smt. Kanika Roy
Upa Prodhan
Cell-9832436745

P.O. VIDYASHRAM ✱ P.S. DHUPGURI ✱ DIST-JALPAIGURI

Memo.No.................. Date.16.8.2018

বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভস্ এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী
প্রতিটি সংসদে প্রধানের অফিসে মহিলাদের শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে এবং সংসদ এলাকার
30-35 টি দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করণ করা। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরিবারের নিয়ে
পাড়া বৈঠক, LCD Show করে প্রাথমিক ভাবে অপুষ্টি সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা
হয়। এর পর অপুষ্টি রোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে মোট 22 টি সংসদে 700 টি
দরিদ্র পরিবারের নিজ বসতভিটে বাড়ীর পুষ্টি-বাগান করার সরঞ্জাম হিসাবে 6-7
রকমের শাক-সব্জির বীজ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে
4-5 রকমের ফলের চারা তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এর পর প্রতিটি সংসদ এলাকায়
চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে 4-5 রকমের ফলের চারা পাড়া মিটিং করে গ্রা: পং:
সদস্য/সদস্যার মাধ্যমে প্রদান করা হয় যাতে করে প্রত্যেক পরিবারে ভবিষ্যতে ফল
অপুষ্টি দূর করতে পারে।
ফল সারা বছর খেতে পারে এবং [illegible] ইনিশিয়েটিভস্ যৌথ ভাবে গ্রা:
এভাবে গ্রা: পং: ও অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভস্ [illegible] পরিবারের পুষ্টি
পং: [illegible] বিভিন্ন রকমের [illegible] হয়। [illegible]
যেমন কৃষি ও [illegible] দপ্তর [illegible] হয়। [illegible] 35 টি দরিদ্র পরিবারের নিয়ে [illegible]
700 টি পরিবারে যাতে বাড়ীর পুষ্টি-বাগান [illegible] হয় সরঞ্জাম হিসাবে ফল-
করার জন্য চারা ও [illegible] প্রদান করার [illegible] এবং গ্রা: পং: [illegible] ও [illegible]
[illegible] বীজ সরবরাহ করা হয় [illegible] হয়।
[illegible] দরিদ্র পরিবার [illegible] পালনের সহায়তা প্রদান, ছাগল
[illegible] মাধ্যমে [illegible] পালনের [illegible] হাঁস পালনের
[illegible] জন্য [illegible], RIR মুরগী পালন ও [illegible] শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য গ্রা: পং:
[illegible] হয়। এছাড়া প্রতিটি [illegible] সাথে [illegible] আমরা এই
প্রকল্প ও অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভস্ এর [illegible] আমাদের গ্রা: পং:
[illegible] আমরা গ্রা: পং: এর [illegible] নিয়ে ভবিষ্যত
জন্য অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভস-এর নিকট সহায়তা পাব বলে আশা রাখি।

[signature] 16/08/2018
Secretary
Barogharia G.P.

[signature] 16.08.18
Prodhan
Barogharia Gram Panchayat

OFFICE OF THE PROGRAMME OFFICER
MAHATAMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT.
&
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DHUPGURI : JALPAIGURI

Ph No. 03563-250107 Fax No. 03563-250024 E-mail : nregadhupguri@gmail.com

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কলমে গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ

গরীবদের জন্য আন্তরিক ভাবে কিছু করার চেষ্টা করা এবং যথাযথ সহায়তা পেয়ে কাজটি যদি সফল হয় এবং জীবন-জীবিকার দীর্ঘ পথে এগিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়, তাহলে তা রুপায়নকারী সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কর্তৃপক্ষের যেমন ভালো লাগে, বিভিন্ন রকম উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বিডিও ও উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদেরও তেমন ভালো লাগে। ২০১৬ সালে বিডিও হিসাবে ধুপগুড়ি ব্লকে যোগদান করার পর কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, এমজিএনআরইজিএস সেলের কর্মচারীদের থেকে পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি জানতে পারি। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর কর্মীবৃন্দ বিশেষকরে শ্রী সুকুমার গাইন মহাশয় নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং শালবাড়ী ১ নং, শালবাড়ী ২ নং, ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং, মাগুরমারী ১ নং ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৭০টি সংসদে এবং বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বন্ধ চা বাগান এলাকার ৩টি সংসদে যৌথভাবে চিহ্নিত প্রায় ৩০০০ গরীব পরিবারের জন্য কি কি কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে তা আমাকে অবহিত করতেন।

প্রথম দিকে তেমন ভাবে গুরুত্ব না দিলেও যখন জানতে পারলাম, এমজিএনআরইজিএস-এর সহায়তা ছাড়াই বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পশু-পাখিদের পুষ্টিকর খাদ্য, অ্যাজোলা চাষ ও ইহার সৎ ব্যবহার হচ্ছে তখন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সাথে যৌথ কাজের বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী হই। এছাড়া গধেয়ার কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'পারকুমলাই (দেবচাঁদপাড়া)' গ্রামকে সরকারীভাবে 'আদর্শ গ্রাম' হিসাবে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরকে যুক্ত করা হয়। সেখানে অ্যাজোলা ও কেঁচোসার তৈরির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শেখানোর দায়িত্ব পেয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস -এর কর্মীবৃন্দ দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করে এবং কাজগুলি এলাকায় প্রশংসিত হয়। আমার মনে হয়, পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে মূল স্রোতের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা লাগাতার চেষ্টা চলে। নার্সারী, অ্যাজোলা, কেঁচোসার, ফলবাগান ইত্যাদি কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে কলমে সহায়তার বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্মান সহায়ক ও সচিবদের নিয়ে ব্লক স্তরে দু-দুবার কর্মশালার আয়োজন করি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কাজগুলি বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক কাজগুলি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ধুপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ শুরু করার বিষয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মকর্তাদের সাথে আমার একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। সেটি হলে আশাকরি ভালো হবে।

যতটুকু জেনেছি, প্রত্যেক সংসদ এলাকায় একজন আগ্রহী বিবাহিতা মহিলা, শিক্ষানবিশ হিসাবে মনোনীত হন। তারা মাসে ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রশিক্ষণ নেন এবং যা শেখেন তা প্রথমে নিজের বাড়ীতে করেন এবং চিহ্নিত ৩০-৩৫টি পরিবারকে হাতে কলমে শেখাতে ও করাতে চেষ্টা করেন। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কৃষি কাজে অভিজ্ঞ একজনকে যৌথ কাজের প্রশিক্ষক হিসাবে যুক্ত করেন যিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষানবিশ ও পরিবারগুলিকে প্রশিক্ষণ দেন ও যৌথ কাজের দেখভাল করেন। সংসদ স্তরে মহিলা শিক্ষানবিশরাই এই কাজের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বা কারিগর বলে আমার মনে হয়েছে। গ্রামোন্নয়নে নতুন দিশা দেখাতে এবং দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় পথ প্রদর্শক হতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির এই যৌথ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

Programme Officer, MGNREGA
&
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DHUPGURI, JALPAIGURI

Dhupguri Panchayat Samiti

P.O. DHUPGURI,DIST.JALPAIGURI,PIN-735210

Smt. Dipika Oraon
Sabhapati
Dhupguri Panchayat Samiti
Contract No. 96096-56330 (M)
03563-250071 (O)

শ্রীমতি দীপিকা ওরাঁও
সভাপতি
ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি
যোগাযোগ- নং- ৯৬০৯৬-৫৬৩৩০ (মো)
০৩৫৬৩-২৫০০৭১ (অফিস)

Memo No.....
Date.....

Ref. No.....
Date. 20-06-18

সভাপতির দৃষ্টি ও উপলব্ধিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ

অপুষ্টিতে ভোগা চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে তাদের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের এই কাজটি প্রথমে আমার নিজস্ব, শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়। ২০১৩ সালে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আমি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তা সত্বেও শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীবৃন্দ যৌথ উদ্যোগের যে কাজগুলি যখন গ্রহণ করতেন আমাকে জানাতেন। দু -একটি কাজ আমি নিজে সরেজমিনে দেখেছি এবং গরীবদের জন্য কাজগুলির প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। ২০১৬-র প্রথম দিকে যৌথ উদ্যোগের কাজের ছাপানো রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর দেখলাম, গরীবদের জন্য জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত রাস্তার ধার, খালপাড়, পতিত ও মরশুমী পতিত জমি চিহ্নিত করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষ, শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে চারা তৈরী, ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, ছোট ছোট ফলের বাগান, অব্যবহৃত ডোবায় তেলাপিয়া মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী, ছাগল/ভেড়া, শূকর পালনের জন্য সহায়তা, পুষ্টিকর পশুখাদ্য অ্যাজোলা চাষ, এমজিএনআরইজিএস- এর অধীনে কেঁচোসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের বাড়ীতে চারা তৈরী করে রাস্তার ধারে রোপণ করে তাদেরকেই বৃক্ষপাট্টা প্রদান ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। কয়েকটি কাজ ঠিকমতো না দাঁড়ালেও বেশির ভাগ কাজ যেমন- পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত জায়গায় ডাল চাষ, অ্যাজোলা ও কেচোঁসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, কলম কাটিং, পশু-পাখি পালনের সহায়তা ইত্যাদি কাজগুলি ভালোই হয়েছে এবং এলাকার মানুষ উপকৃত হয়েছে।

এরপর আমার সঙ্গে ও তৎকালীন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, শ্রী শুভঙ্কর রায়ের সাথে আলোচনা ও সম্মতিতে ধাপে ধাপে ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং, শালবাড়ী ২ নং, মাগুরমারী ১ নং, বারঘড়িয়া ও বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান এলাকার ৩টি সংসদে কাজ শুরু হয়। শুরু থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধান ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীবৃন্দ যৌথ কাজের বিষয়ে যোগাযোগ রাখতেন এবং অগ্রগতি জানাতেন। যতটা জেনেছি, গরীবদের জন্য গৃহীত কাজগুলি ভালোই এগোচ্ছে।আমি মনেকরি, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে যেমন ভাবে কাজগুলি হচ্ছে তেমনি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও কাজগুলি করার প্রয়োজন রয়েছে। ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও এই কাজ শুরু করার বিষয়ে আমার ও বর্তমান সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গে একাধিকবার অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীদের আলোচনা হয়েছে। গরীবদের জন্য যৌথ উদ্যোগের এই কাজ ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখি।

অপুষ্টিতে ভোগা গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের অপুষ্টি সহ দারিদ্র দূরীকরণ ও সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

20-06-18
Sabhapati
DHUPGURI PANCHAYAT SAMITI

MITALI ROY
Member
West Bengal Legislative Assembly

15 (S.C) Dhupguri
Near Station More
P.O.+P.S. : Dhupguri
Dist. : Jalpaiguri
Pin : 735210
M. : 9732111139
8972055253
e-mail : mitaliroydhup@gmail.com

Date. 13-09-2018

বিধায়কের দৃষ্টিতে যৌথ কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ

কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গরীব মানুষদের জন্য কিছু ভালো কাজ হচ্ছে এবং এই কাজে পঞ্চায়েতগুলিকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস' নামক উন্নয়ন মূলক একটি পেশাদারী সংস্থা ইহা প্রথম আমি ধূপগুড়ি বিডিও-র কাছ থেকে জানতে পারি। পরে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার কাজগুলি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। তাদের পাবলিকেশনের কয়েকটি বইও পড়েছি। তাদের থেকে জেনেছি শালবাড়ী ১ নং, শালবাড়ী ২ নং, মাগুরমারী ১ নং, ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সংসদ এলাকায় এবং বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান-এর আদিবাসী অধ্যুষিত ৩টি সংসদ এলাকায় মোট প্রায় ৩০০০ গরীব পরিবারকে নিয়ে এই কাজ চলছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত 'সমঝোতা পত্র'-এর ভিত্তিতে সংসদ পিছু সবথেকে গরীব ৩০-৩৫টি পরিবারকে বেছে নিয়ে তাদের জন্য এই যৌথ কাজ হচ্ছে পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে।

পঞ্চায়েতগুলির লিখিত রিপোর্ট পড়ে এবং তাদের থেকে খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি, কাজগুলি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত জায়গায়, পতিত ও মরশুমি পতিত জমিতে ডাল চাষের প্রসার, নার্সারীতে বিভিন্ন ধরনের চারা তৈরি, গরীব পরিবারগুলিতে ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, পশু-পাখিদের পুষ্টিকর খাদ্য, অ্যাজোলা চাষের প্রসার, হাঁস-মুরগী, ছাগল/ভেড়া, শূকর পালন সহ বিভিন্ন কাজে উপকরণ বাবদ একটা বড় অংশ গ্রাম পঞ্চায়েত খরচ করছে জেনে আমার ভালো লাগছে। যৌথ উদ্যোগের ফলে নার্সারী, ফলেরবাগান, বৃক্ষপাট্টা প্রভৃতি এমজিএনআরইজিএস-এর কাজে পঞ্চায়েতগুলি কারিগরি সহায়তা পাচ্ছে ইহাও জেনেছি।

পঞ্চায়েত পদ্ধতি-প্রক্রিয়া মেনে পরিকল্পনা করে এই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আরও নিবিড়ভাবে গরীব মানুষের কল্যাণে অগ্রনী ভূমিকা নেবে এই আশা রাখি। আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত কাজগুলির সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

Mitali Roy 13/09/18
Member
West Bengal Legislative Assembly
15/SC/Dhupguri

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর যৌথ উদ্যোগ

ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও ধূপগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে দক্ষিণ দিকে ৪ কিমি. দূরে এই বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে জলঢাকা নদী। প্রতি বছর বন্যায় কমপক্ষে পাঁচটি গ্রাম প্লাবিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়তন ৬২ বর্গকিমি., মোট মৌজার সংখ্যা- ৮টি, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যার সংখ্যা- ২২জন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য- ৩জন, মোট জনসংখ্যা– ৩১,৭৯৬ জন, পুরুষ- ১৬,৩২৭ জন, মহিলা– ১৫,৪৪৮ জন, মোট কৃষিজমি- ৪,০০০ হেক্টর, প্রধান কৃষিপণ্য– ধান, পাট ও আলু। এছাড়া উচ্চ বিদ্যালয়- ১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৮টি, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র- ৩টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র- ৫টি, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র- ৫৯টি, মোট স্বনির্ভর দলের সংখ্যা- ৩২৬টি।

কেন ও কীভাবে এই যৌথ উদ্যোগ

এলাকার প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও তার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেক পরিবার অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক পরিবারের সদস্য/সদস্যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক হওয়ার কারণে এবং স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কাজ না মেলায় জীবন-জীবিকার সন্ধানে অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হন। এছাড়া পার্শ্ববর্তী শালবাড়ী ১ নং ও ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্ ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে গত ১৩/১২/২০১৬ তারিখে এক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যার ভিত্তিতে শুরু হয় অপুষ্টি দূরিকরণ ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই যৌথ উদ্যোগের কাজ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১] প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরীব পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বাড়ানো।

২] সারা বছর ধরে নিজেদের পুষ্টির জন্য বাড়ি বা তার আশপাশের সামান্য জায়গায় জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করা ও শাক-সবজির চাষ বাড়ানো।

৩] এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ডাল, তৈল ও দানা শস্যের চাষ বাড়াতে চাষীদের সহায়তার সঙ্গে গরীব পরিবারগুলিকে যুক্ত করা।

৪] এলাকার মরশুমি পতিত, পতিত অব্যবহৃত জমি, রাস্তার ধার, খালের ধার, নদীর ধার, পুকুর পাড়, জমির আল প্রভৃতি জায়গার ব্যবহার বাড়ানো এবং আশপাশের গরীব পরিবারগুলিকে বিভিন্ন ধরনের কাজে, বিশেষ করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে যুক্ত করা।

৫] বিভিন্ন চাষের ক্ষেত্রে দেশীয় বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ বাড়ানো, যাতে গরীব পরিবার/চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই রাখতে এবং পরবর্তী মরশুমে তা ব্যবহার করতে পারে ।

৬] কৃষি ভিত্তিক সামাজিক বনসৃজনের লক্ষ্যে নার্সারী তৈরি ও রাস্তার ধার, খালের ধার, নদীর ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গা ব্যবহার করে স্থানীয় সম্পদ (ফল, কাঠ, জ্বালানী, পশুখাদ্য, জৈবসার, বনৌষধী) সৃষ্টি করা ।

৭] চাষের খরচ কমিয়ে আধুনিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রসার ঘটাতে আগ্রহী চাষীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৮] পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলিকে আরও শক্তিশালী করা তথা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কীভাবে কাজ

বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা চিহ্নিত করার অন্যতম কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পরিবারের সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, বিশেষ করে তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ভূমিহীন পরিবার ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা কাছাকাছি এলাকার তুলনায় এখানে বেশি। সরকারি এই পরিসংখ্যান ও তথ্যগুলি প্রথমে যৌথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ শুরু করার বিষয়ে সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, পঞ্চায়েতের সকল সদস্য/সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি হয়। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় যৌথ উদ্যোগ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে গরীব পরিবারের সঙ্গে কাজ শুরু হয়। তারপর এলাকার বিভিন্ন তথ্য, বিশেষ করে কৃষি ব্যবস্থা, ফসলচক্র, খাদ্যাভ্যাস, স্থানীয় সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা দল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা ও অন্যান্য সকলের সহায়তায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে গরীব পরিবারের তালিকা তৈরি করে পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দ্বারা অনুমোদিত চুড়ান্ত তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রদান করা হয়। প্রত্যেক মরশুমের আগে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কী কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলির আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলি একত্র করে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যারা তাদের সুপারিশ সহ পঞ্চায়েতে জমা দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত সব সংসদের পরিকল্পনা একত্রিত করে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণ সরবরাহ করে।

এরপর সংসদ এলাকার শিক্ষানবিশদের দিয়ে মাষ্টার রোলের মাধ্যমে চিহ্নিত পরিকল্পনাকারী পরিবারের মধ্যে তা বণ্টন করা হয়। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশিক্ষক ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর কর্মীবৃন্দ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে গরীব পরিবারগুলিকে কারিগরি ও হাতে-কলমে সহায়তা দেয়। শুরু থেকেই যৌথ উদ্যোগের এই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধুপগুড়ি ব্লকের মাননীয় বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিকগণকে জানানো হয় ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্লকের মাননীয় বিএলডিও, এডিএ, সিডিপিও ও তাদের দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ এবং ব্লক এমজিএনআরইজিএস সেলের কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতীরাজ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ২২টি সংসদে ৭১৫টি চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে বিগত ১৫ মাস ধরে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ঘরোয়া পুষ্টি বাগান

গত প্রায় ১ বছর আগে ২২টি সংসদে ৬৭৫টি চিহ্নিত পরিবারকে নিয়ে শুরু হয়েছিল সারা বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান তৈরির কাজ। বর্তমান বছরের প্রাক খারিফ মরশুমে ৭১৫টি পরিবারকে দিয়ে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানো হয়েছে। পুষ্টি বাগানে অন্তত ৭-৮ রকমের শাক-সবজি চাষের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে পরিবারগুলি মরশুম ভিত্তিক ২-৩ রকমের সবজির পরিবর্তে সারা বছর ধরে ৪-৫ রকমের বিষ মুক্ত সবজি খেতে পারছে।

ডাল জাতীয় শস্যের চাষ

২০১৭ সালের খারিফ মরশুমে ১৮৫টি পরিবারকে নিয়ে ৫৯টি কার্যকরী দল গড়ে রাস্তার ধার ও পুকুর পাড়ে, ৮২৫ মিটার জায়গায় বিউলি ডাল চাষ ও ১৮টি পরিবারকে দিয়ে ৬টি কার্যকরী দল গড়ে আনুমানিক ১ কিমি. অব্যবহৃত রাস্তারধারে অড়হর ডাল চাষ করানো হয়েছিল। একইভাবে রবি মরশুমেও ১৬২টি পরিবারকে দিয়ে ৫৪টি কার্যকরী দলের মাধ্যমে ৬৯ বিঘা পতিত ও মরশুমি পতিত জমিতে মুসুর ডাল ও খেসারী ডাল চাষ করানো হয়। অতিবৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে ১০টি কার্যকরী দলের ১০ বিঘা বিউলি এবং ১২টি কার্যকরী দলের ১৫ বিঘা মুসুর ও খেসারী নষ্ট হয়ে যায়। সব মিলিয়ে ২৭৭টি পরিবার গড়ে অন্তত ৪০ দিনের ডালের যোগান পেয়েছে।

তেল জাতীয় শস্যের চাষ

১১টি কার্যকরী দলে ৩৩টি পরিবারকে দিয়ে ৯ বিঘা ১৫ কাঠা জমিতে তিল, তিসি, সরিষার চাষ করানো হয়। এছাড়া ৯টি পরিবারকে ব্যক্তিগতভাবে ২ বিঘা জমিতে বাদাম চাষে সহায়তা দেওয়া হয়। এখনও ফসলগুলির উৎপাদন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

শুঁটি জাতীয় শস্যের চাষ

ব্যক্তিগতভাবে ৭১টি পরিবারকে ও ৬টি কার্যকরী দল গড়ে ১৮টি পরিবারকে ১৩.২ বিঘা জমিতে মটরশুঁটি, ৩.৬ বিঘা জমিতে বীনস্, ১২ কাঠা জমিতে রাজমা ও ১ বিঘা জমিতে ঘিয়াবড়ী চাষে সহায়তা করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রতিটি পরিবারকে আলু চাষের পরিবর্তে শুঁটি জাতীয় শস্যের চাষে উৎসাহিত করা সম্ভব হয়েছে। উৎপাদনের গড় হিসাব ধরে প্রতিটি পরিবার নিজেরা খাওয়ার পরও বাড়তি ৩ হাজার টাকা করে আয় করতে সমর্থ হয়েছিল।

ফলের নার্সারী

২২টি সংসদের ২৩ জন শিক্ষানবিশকে দিয়ে ১০ হাজার বিভিন্ন ফলের চারা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এপর্যন্ত পেঁপে, আমলকী, বেদানা, পেয়ারা মিলিয়ে মোট ৮ হাজার চারা তৈরি হয়েছে এবং ৪১৯০টি চারা গ্রাম পঞ্চায়েত কিনে ৬৭৫টি পরিবারে সরবরাহ করে। কিছু চারা শিক্ষানবিশরা অন্যান্য পরিবারেও বিক্রি করে। প্রত্যেক নার্সারীতে এখনও কম বেশি চারা রয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষানবিশরা সফলভাবে নার্সারী করতে শিখেছে এবং গড়ে ১৫০০ টাকা করে আয় করতে পেরেছে।

চিহ্নিত পরিবারে পাঁচ ফলের চারা সরবরাহ

চিহ্নিত পরিবারে ফলের যোগান ও তা খাওয়ার অভ্যাস বাড়াতে ৬৭৫টি পরিবারে পেঁপে, বেদানা, পেয়ারা, আমলকী, লেবু মিলিয়ে মোট ৪,১৯০টি চারা সরবরাহ করা হয়। এখনও প্রতি পরিবারে ৩-৪টি করে চারা বেঁচে রয়েছে এবং সবজি বা ফল হিসেবে পেঁপে খাওয়াও শুরু করেছে।

সবজির নার্সারী

৩ জন শিক্ষানবিশ ও ২টি পরিবারকে দিয়ে লঙ্কা, বেগুন, টমেটো, ক্যাপসিকাম ও ব্রকলি মিলিয়ে ১৩,৬০০টি চারা তৈরি করা হয়েছে। চিহ্নিত পরিবারের সবজি বাগানে কিছু চারা সরবরাহ করা হয় এবং ২টি পরিবার ব্যক্তিগতভাবে ক্যাপসিকাম ও ব্রকলি চাষ করেছে। এই উদ্যোগের ফলে ৫টি পরিবার সবজির নার্সারী করা শিখেছে এবং ১ হাজার টাকা করে আয় করেছে।

দলগতভাবে বিভিন্ন গাছের নার্সারী

এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১টি স্বনির্ভর দলকে দিয়ে ১০ হাজার বিভিন্ন কাঠের গাছের চারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। নার্সারীতে সব মিলিয়ে প্রায় ৮ হাজার চারা তৈরি হয়। দলের সদস্যারা নিজেদের বাড়িতে রোপণ করার পরও ২ হাজার চারা বিক্রি করে ১৬ হাজার টাকা আয় করে। সামান্য নষ্ট হলেও, এখনও নার্সারীতে কিছু চারা রয়েছে।

নতুন ফসলের চাষ

১৫টি পরিবারকে দিয়ে ওল উৎপাদন কেন্দ্র, ৪টি পরিবারকে দিয়ে ব্রকলি, ৩টি পরিবারকে দিয়ে ক্যাপসিকাম, সব মিলিয়ে ১৯ কাঠা জমিতে এই নতুন চাষে উৎসাহ বাড়াতে সহায়তা করা হয়। প্রথম বছর ১০টি পরিবারকে দিয়ে ওল চাষ করানো হয়েছিল। সফল উৎপাদনের পর ৫টি পরিবার শিক্ষানবিশদের অংশ বাদ দিয়ে পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ পঞ্চায়েতকে ফিরিয়ে দেন, যা অন্যান্য গরীব পরিবারে সরবরাহ করা হয়।

বাঁশের কঞ্চিকলম

পরীক্ষামূলকভাবে ৪ জন শিক্ষানবিশকে দিয়ে কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে ৬০টি বাঁশের নার্সারী করা হয়। বিশেষ সফলতা না মিললেও ২ জন শিক্ষানবিশের বাড়িতে ১০টি চারা এখনও বেঁচে রয়েছে ।

বিভিন্ন ফল গাছের কাটিং-গ্রাফটিং

২৩ জন শিক্ষানবিশ ও ১টি পরিবারকে দিয়ে লেবু, পেয়ারা, তেজপাতা, লিচু মিলিয়ে কলম কাটিং পদ্ধতিতে মোট ৭৫১টি চারা তৈরি করা হয়। চারাগুলি তারা নিজেরা কিছুটা লাগিয়েছে, ১০০টি চারা গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ কাজের জন্য কিনে গরীব পরিবারকে সরবরাহ করেছে এবং বাকি চারা এখনও নার্সারীতে রয়েছে।

কেঁচোসার তৈরি ও ব্যবহার

২৩ জন শিক্ষানবিশ তাদের বাড়িতে ছোট ছোট বেডে কেঁচোসার তৈরি করেছে। এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১২টি চিহ্নিত পরিবারকে পাকা বেডে পুনরায় কেঁচো দিয়ে সার তৈরি করায় সহায়তা দেওয়া হয়। কেঁচোসার তৈরি ও ব্যবহারের সফলতা দেখে অন্যান্য পরিবারও কেঁচোসার তৈরিতে উৎসাহ প্রকাশ করছে।

পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ ও ব্যবহার

২৩ জন শিক্ষানবিশ ও ২৩০টি পরিবার বাড়িতে নিজেদের উদ্যোগে অ্যাজোলা চাষ করে তা ব্যবহার করছে। বর্তমানে ১০০টি পরিবারের অ্যাজোলা বেড বেশ ভাল অবস্থায় রয়েছে। অধিক পুষ্টিগুন সম্পন্ন এই পশুখাদ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

চিহ্নিত পরিবারে পশুপাখি পালনের উদ্যোগ

৫৭টি পরিবার ১৯টি কার্যকরী দল গড়ে ছাগল পালন করছে। যৌথভাবে ছাগল পালনের জন্য প্রতিটি কার্যকরী দলকে ১টি করে মাদি ছাগল দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ৩টি কার্যকরী দলের ছাগলের ৫টি বাচ্চা হয়েছে।

পরিবার ভিত্তিক ছোট ছোট ফলের বাগান

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ১৩টি পরিবারকে দিয়ে ৬টি কলার, ৬টি পেঁপের, ১টি লেবুর মিলিয়ে ছোট ছোট মোট ১৩টি ফলের বাগান করানো হয়েছে। বর্তমানে ১০টি ফলের বাগান ভাল অবস্থায় রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বিশেষ পরিকল্পনা

১] এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১৬৯টি পরিবারের নার্সারীতে ২০০টি করে চারা তৈরি এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাস্তার ধার ও অব্যবহৃত সরকারি জায়গায় রোপণ করে পরিবারগুলিকে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে যুক্ত করতে সহায়তা প্রদান।

২] ১০০টি পরিবারে ছোট ছোট ফলের বাগান করতে কারিগরি সহায়তা ও চারা প্রদান।

৩] ২০০টি পরিবারে কেঁচোসার তৈরি ও তা ব্যবহার করতে কারিগরি সহায়তা ও কেঁচো সহায়তা দেওয়া।

৪] পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষের প্রচার প্রসার ঘটানো এবং আরও ২০০টি পরিবারে অ্যাজোলা চাষ ও তা ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৫] কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের নার্সারী তৈরিতে ৭০টি পরিবারে কারিগরি সহায়তা ও উপকরণ প্রদান।

৬] সংসদ ভিত্তিক আঞ্চলিক স্তরের ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন ও পরিচালনা করা।

বিশেষ উদ্যোগ

১] জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে শিক্ষানবিশ ও উৎসাহী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং গোলমরিচ, সুপারি, নারিকেল সহ বিভিন্ন ফল ও মশলা গাছের চারা তৈরির পদ্ধতি, বীজ, ফুল, ফল ও গাছ পরিদর্শন করানো হয়েছে।

২] পশুপাখির টিকাকরণ কর্মসূচিতে সহায়তার মাধ্যমে পশুপালনকারী পরিবারের মধ্যে পশু টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

যৌথ উদ্যোগগুলি বাস্তবায়নে প্রচার প্রসারের প্রক্রিয়া ও মাধ্যম

গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনা, নিয়মিত পাড়া মিটিং, হ্যান্ডবিল ও পুস্তিকা বিতরণ এবং এলসিডি প্রদর্শন ও এক্সপোজার ভিজিট বা শিক্ষামূলক প্রদর্শন ইত্যাদি।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ অসুবিধা

১] চিহ্নিত পরিবারগুলির নিজস্ব চাষের বা ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের জন্য জমি না থাকা বা খুব কম থাকা।

২] বেশ কিছু সংসদ জলঢাকা নদীর পার্শ্বস্থ হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই ওই এলাকাগুলি বন্যার কবলে পড়ে। সেই কারণে বর্ষাকালীন উদ্যোগে ওই এলাকাগুলিতে বিশেষ সফলতা পাওয়া যায় না।

যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

১] গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে যৌথ কাজের প্রতি কিছুটা উৎসাহ বেড়েছে।

২] প্রতি মাসে অন্তত ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত শিক্ষানবিশদের সঙ্গে মিটিং করছে এবং উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।

৩] যৌথ উদ্যোগগুলি রূপায়ণে বীজ ও উপকরণ কেনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত পারচেজ কমিটি গঠন করেছে।

৪] গৃহীত উদ্যোগগুলির মধ্যে ঘরোয়া সবজি বাগানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ১০০% অর্থ দিয়েছে, যা প্রায় ৫৫ হাজার টাকা।

৫] ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর, ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ও ব্লক কৃষি দপ্তরের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ আগের তুলনায় বেড়েছে।

৬] শিক্ষানবিশদের স্টাইপেন্ড ও যৌথ উদ্যোগের প্রশিক্ষকের সাম্মানিক গ্রাম পঞ্চায়েত যথাসময়ে প্রদান করছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এলাকা পরিদর্শন

ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে সেই দেশের উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইআইইন্টারেস্ট (ভারতে যার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্)-এর প্রতিনিধিরা একবার এসে এলাকার যৌথ উদ্যোগের কিছু কিছু কাজ ঘুরে দেখেন এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদের উদ্যোগের সুফল প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়া পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি ব্লকের প্রতিনিধিরা একবার পরিদর্শনে এসে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে যৌথ কাজের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া জেনে উৎসাহিত হয়েছিলেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এলাকায় কী কী প্রভাব পড়েছে

ক] গরীব পরিবারগুলিতে পুষ্টি সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা বৃদ্ধি হওয়ায় ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের শাক-সবজি এবং ডাল চাষ বা ডাল খাওয়ার প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে।

খ] পুষ্টিকর শাক-সবজির যোগান বাড়ায় পুষ্টির মান কিছুটা বেড়েছে।

গ] অব্যহৃত জমি ব্যবহারের প্রবণতা কিছুটা বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বেড়েছে।

ঘ] উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন পশুখাদ্য, অ্যাজোলা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় অ্যাজোলা চাষ ও তার ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে।

ঙ] নার্সারীতে চারা তৈরি ও গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় গাছ লাগানোর প্রবণতা যেমন বেড়েছে, বেড়েছে রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গার ব্যবহারও।

চ] গরীব পরিবারগুলির কাছে শিক্ষানবিশদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বেড়েছে, ফলে সংসদ স্তরে শিক্ষানবিশদের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে।

ছ] গরীব পরিবার ও চাষীদের মধ্যে বীজ সংরক্ষণ করে রাখা এবং পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ ফেরত দেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে।

জ] গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় সংসদ স্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ কিছুটা বেড়েছে, ফলে পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আগের তুলনায় কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

ক] যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে এবং বেশকিছু কাজ চলতি ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করেছে।

খ] কাজের ভিত্তিতে একাধিক গরীব পরিবারের ৩-৪ জন মিলে কার্যকরী দল তৈরি করে যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন। ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলি ভাগ পদ্ধতিতে বা লিজ নিয়ে মরশুমি পতিত, পতিত জমির ব্যবহার বাড়িয়েছে। এছাড়া জমির মালিকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারায় ভূমিহীন পরিবারদের কাছে কিছুটা বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং নিজেদের জন্য কিছুটা খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বাড়াতে পেরেছে।

গ] গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ সেতু স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে শিক্ষানবিশদের শেখা ও শেখানোর প্রতি আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান বেড়েছে ও বাড়ছে।

বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পিছিয়ে পড়া চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির কাজে বিভিন্ন সময়ে কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যারা বিভিন্ন সময়ে আমাদের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন তাদের সকলকে, বিশেষ করে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধূপগুড়ি ব্লকের মাননীয় বিডিও, মাননীয় সিডিপিও, মাননীয় এডিএ ও মাননীয় বিএলডিও সাহেব এবং ধূপগুড়ি ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের সকল কর্মচারীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগণ

১] স্বপ্না মণ্ডল (প্রধান), XVIII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২] কণিকা রায় (উপ-প্রধান), XIV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৩] সবিতা রায় সরকার (সঞ্চালক, নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতি), XVI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৪] হরিশচন্দ্র রায় (সঞ্চালক, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি), XX নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৫] জহরা খাতুন (সঞ্চালক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি), II নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৬] মুকুন্দ রায় (সঞ্চালক, শিল্প ও পরিকাঠামো উপ- সমিতি), IX নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৭] মাধবী দে (সদস্যা), I নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৮] ফিরদৌস বেগম (সদস্যা), III নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৯] গোবিন্দ রায় (সদস্য), IV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১০] শ্রীমতি রায় (বর্মন) (সদস্যা), IV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১১] আবু তাহের (সদস্য), VI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১২] বিলকিস বেগম (সদস্যা), VII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৩] রেখা সরকার (সদস্যা), VIII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৪] উত্তম সরকার (সদস্য), X নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৫] নিরতি রায় (সদস্যা), XI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৬] স্বপ্না রায় (সদস্যা), XII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৭] বিষ্ণুদেব রায় (সদস্য), XIII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৮] ননীগোপাল সরকার (সদস্য), XV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৯] দীলিপ রায় (সদস্য), XVII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২০] দীনেশ সরকার (সদস্য), XIX নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২১] রাজগোপাল সরকার (সদস্য), XXI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২২] নরেশ চন্দ্র রায় (সদস্য), XXII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য/সদস্যাগণের নাম

১) রাজকুমার রায় (নির্বাচিত সদস্য)

২) দীপু রায় (নির্বাচিত সদস্য)

৩) শ্রীমতি নমিতা মল্লিক (নির্বাচিত সদস্যা)

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দের নাম

১] জ্যোতিকৃষ্ণ রায় (ই-এ)

২] মনোরঞ্জন সরকার (সচিব)

৩] সুব্রত সরকার (এন এস)

৪] করিবুল রহমান (সহায়ক)

৫] সুবেন রায় (সহায়ক)

৬] জগদীশ চন্দ্র রায় (জিপি কর্মী)

৭] তাপস সরকার (জিপি কর্মী)

৮] প্রদীপ রায় (জিপি কর্মী)

৯] তুষারকান্তি দে (ভি এল ই)

১০] সুমিত্রা ভৌমিক (এস টি পি)

১১] দেবীকান্ত রায় (জি আর এস)

১২] সন্তোষ চন্দ্র দাস (টি সি)

১৩] রথীন্দ্র নাথ সেন (টি সি)

১৪] গৌর চন্দ্র দাস (গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কাজের প্রশিক্ষক)

শিক্ষানবিশদের নাম

১] রুমা সরকার, I নং সংসদ থেকে মনোনীত

২] লুতফা বেগম, II নং সংসদ থেকে মনোনীত

৩] তাহেরা সুলতানা, III নং সংসদ থেকে মনোনীত

৪] অর্চনা রায়, IV নং সংসদ থেকে মনোনীত

৫] সরস্বতী রায়, V নং সংসদ থেকে মনোনীত

৬] নুরমা বেগম, VI নং সংসদ থেকে মনোনীত

৭] ময়না বেগাম, VII নং সংসদ থেকে মনোনীত

৮] সরলা মণ্ডল, VIII নং সংসদ থেকে মনোনীত

৯] রেখা রায়, IX নং সংসদ থেকে মনোনীত

১০] রমা রায়, X নং সংসদ থেকে মনোনীত

১১] সোনা রায়, XI নং সংসদ থেকে মনোনীত

১২] শেফালী রায়, XII নং সংসদ থেকে মনোনীত

১৩] জ্যোৎস্না রায়, XIII নং সংসদ থেকে মনোনীত

১৪] লতিকা রায়, XIV নং সংসদ থেকে মনোনীত

১৫] শান্তা রায়, XV নং সংসদ থেকে মনোনীত

১৬] মনিকা রায় কার্যী, XVI নং সংসদ থেকে মনোনীত

১৭] দীপালি মণ্ডল, XVII নং সংসদ থেকে মনোনীত

১৮] জয়া সরকার, XVIII নং সংসদ থেকে মনোনীত

১৯] অশোকা রায়, XIX নং সংসদ থেকে মনোনীত

২০] সীমা রায়, XX নং সংসদ থেকে মনোনীত

২১] কবিতা শীল, XX নং সংসদ থেকে মনোনীত

২২] মনিকা রায়, XXI নং সংসদ থেকে মনোনীত

২৩] মামনি রায়, XXII নং সংসদ থেকে মনোনীত

AHEAD Initiatives

32/6 Gariahat Road (S), Kolkata: 700031, Tel: +91 33 4067 0369